বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে বুদ্ধকথা, বৌদ্ধযুগ : রাজনীতি, মতাদর্শ

পিএইচ. ডি. (কলা অনুষদ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ-এর সারসংক্ষেপ

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক সত্যবতী গিরি

গবেষক
বীথিকা সাহানা

বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা
২০২১

ভূমিকা

উনিশ বিশ শতকের ধর্মীয় রাজনীতির প্রভাব বাংলা উপন্যাসে খেয়াল করলে দেখা যাবে- সব থেকে চর্চিত এবং জনপ্রিয় ধরণটি হল, হিন্দু মুসলমান এই দুই ধর্মাবলম্বী মানুষ; আর প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মের বাইনারিতে তার চর্চা এবং আলোচনা। কিন্তু ভারতবর্ষে উদ্ভূত এবং একটি বিরাট কালপর্ব জুড়ে বিরাজমান বৌদ্ধযুগ এবং বৌদ্ধধর্ম বাংলা উপন্যাসকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল, তার চর্চা বেশ কম। এই জিজ্ঞাসা থেকেই আমাদের গবেষণা প্রকল্পের অবতারণা। এই বিষয়ক উপন্যাস খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, মোটেই তার সংখ্যা নগণ্য নয়। ফলে শুধু পাঁচ দশটি উপন্যাসের নিবিড় পাঠ ও তার আলোচনায় না গিয়ে, কিছু প্রবণতা এবং চিহ্ন আমরা নির্ণয় করেছি। এই প্রবণতা নির্ণীত হয়েছে দেশ-কালের রাজনীতির সাপেক্ষে। তার প্রভাবগুলি, বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে আমাদের গবেষণা এগিয়েছে। এই বিবর্তনের ধারাকে আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

ভারতবর্ষে ধর্ম-দর্শনের মূল এবং লোকায়ত ধারায় বহু প্রস্থানের উল্লেখ, প্রভাব এবং ধর্মাবলম্বী মানুষের কথা পাই। কখনও কখনও এই দর্শন প্রস্থানগুলি একে অপরের সঙ্গে এতটাই জড়িয়ে থাকে যে তাদের বৈশিষ্ট্য 'নির্দিষ্ট' করে নির্ধারণ করা মুশকিল হয়। বুদ্ধের প্রচলিত ধর্মে যেমন, তাঁর আগে বর্তমান ধর্ম-দর্শনের প্রভাব আছে তেমনি বুদ্ধের পরবর্তীকালে মূল ধারা ও লোকায়ত ধারার সঙ্গে, বৌদ্ধধর্ম মিশে বহুভেদে রূপান্তরিত হয়েছে। এইসব গবেষণা, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র দাশ, প্রবোধচন্দ্র সেন, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, রাধাকৃষ্ণন, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, আম্বেদকর প্রমুখদের আলোচনায় পাবো। শুধু ভারতীয় পণ্ডিতরাই নন বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তর্ক করেছেন, সহমত হয়েছেন; মতভেদও রয়েছে। আমাদের গবেষণায় এই দর্শন নিয়ে আমরা তেমন আলোচনা করিনি। উপন্যাসের আলোচনায়

যতটুকু প্রসঙ্গ এসেছে, উল্লেখ করেছি মাত্র; ঔপন্যাসিকদের ওপর প্রভাবকে, বিশ্লেষণ করেছি। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতিকে- 'ফিক্সনে' (উপন্যাসে) তাঁরা কীভাবে নির্মাণ করেছেন সেগুলি পর্যালোচনা করে আমরা তাঁদের অবস্থানকে পড়তে চেয়েছি।

বৌদ্ধধর্ম-দর্শন এবং বৌদ্ধকালকে ব্যবহার করে উনিশ বিশ শতকে অনেকগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হয়েছে। পরাধীন ভারতবর্ষে, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার, ‘বীর নায়ক', বীরের উপযুক্ত 'সতী-সঙ্গিনী', ‘হিন্দুপ্রাধান্য’, ‘ধর্মীয়-অপর;’ বা ধর্মীয় প্রতিপক্ষ' নির্মাণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যই ছিল এই উপন্যাসগুলির কেন্দ্রীয় ঝোঁক। স্বাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ বাঁক বদল করেছে, সমকালীন বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সমালোচনা করার জন্য লেখকরা বৌদ্ধকাল, বুদ্ধকথা, ধর্ম-দর্শনকে, মেটাফর বা রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। রাজনৈতিক মতাদর্শ তৈরি করেছেন; তাকে প্রভাবিত করেছেন এবং প্রভাবিত হয়েছেন।

আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলি- প্রাচীন চর্যাগানের এই লাইনকে বুদ্ধিজীবীরা 'বাঙালির আত্মপরিচয়ের' সঙ্গে যুক্ত করেছেন; চর্যাগানের ঐতিহাসিক গুরুত্বের পাশাপাশি। ভুসুকু বৌদ্ধ সহজযানী, কবি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঔপন্যাসিকরাও বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম, ইতিহাস, বৌদ্ধ-উপাদানকে বিচিত্র পদ্ধতিতে 'বাঙালির আত্মপরিচয়' এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ইতিহাস, গবেষণায় জানা যায়, এটাই সঠিক পদ্ধতি; শুধু বৌদ্ধ নয় আরও নানান ধর্মের প্রভাব এই 'আত্মপরিচয়' এর সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু 'একরৈখিক, অভিজাত, মান্য, হিন্দুপ্রধান আত্মপরিচয়' নির্মাণ প্রচেষ্টায় গবেষণা, ইতিহাসকে এড়িয়ে গিয়ে, বদলে দিয়েও 'কল্পকাহিনি (উপন্যাস)' নির্মিত হয়েছে। ফলে সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে, পরিবর্তিত রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের নির্মাণ-রাজনীতিরও বিবর্তন হয়েছে। এই বিবর্তিত রাজনীতির ধারাকেই আমরা আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ঐতিহাসিক উপন্যাস কেন সব উপন্যাসই রাজনৈতিক উপন্যাস; তাতে রাজনৈতিক অভিপ্রায়ই উপস্থাপিত এবং পুনর্নির্মিত হয়। আমরা বুদ্ধকথা ও বৌদ্ধযুগ ধর্ম দর্শন কেন্দ্রিক উপন্যাসে এই অভিপ্রায় গুলিকে চিহ্নিত করবো।

বিশ শতকের রাজনৈতিক পালাবদল- উপনিবেশ এবং উত্তর উপনিবেশ পর্ব, দেশভাগ, স্থানচ্যুতি, ভাষা, লিঙ্গ, আত্ম এবং অপর পরিচয়ের- রাজনীতি, ক্ষমতার পক্ষ এবং প্রতিপক্ষকে নির্মাণ, আধুনিক কথাসাহিত্যে সুস্পষ্ট, এনিয়ে দ্বিধার কোনো অবকাশ নেই। বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম-দর্শন এবং বৌদ্ধকাল- আসলে, সংঘাত, পরিবর্তন, ক্ষমতার অনুসরণ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চিহ্ন হিসেবেই বহু বৈচিত্রে, জটিলতায় ব্যবহৃত।

প্রসঙ্গ অনুযায়ী অন্যান্য সাহিত্য সংরূপের ভাবনা, সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা, উপন্যাসের বিভিন্ন প্রবণতাগুলি স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যেই। স্বাভাবিক ভাবেই বিশ শতকের কালপর্বে অঙ্কের নিয়মে সীমাবদ্ধ থাকতে পারিনি। প্রবণতাগুলিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার আগে এবং পরের সময়কাল, আলোচনায় এসেছে।

পরিভাষা

Discourse	বয়ান
Text	পাঠ
Secular	না-ধর্মীয়
Liberal	উদার-ধর্মীয়
Yellow Peril	পীতাতঙ্ক
Manipulation	নিজমতের সাপেক্ষে চালিত করা

Legitimise	বৈধতা প্রমাণ বা ন্যায়সঙ্গত করা
Ethnicity	জাতিগত
Fiction	কল্প-কাহিনি
Eternal Feminine	চিরন্তন নারীরূপ
Detribalisation	উপজাতি-বিতাড়ন

গবেষণার অনুসন্ধান-সমূহ, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি এবং প্রতিপাদ্য

এই সন্দর্ভে, সাহিত্য ধর্ম-রাজনীতির সংযুক্ত জটিলতাগুলিকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি। মূলত বিশ শতকের উপন্যাসকেই আমরা সীমিত পরিসরে বেছে নিয়েছি। ধর্মীয় পক্ষপাতহীন এই বিশ্লেষণে আমাদের অনুসন্ধান এবং প্রতিপাদ্য, এক, বাংলা উপন্যাসে হিন্দুপ্রধান অবস্থান থেকে বৌদ্ধধর্ম এবং বুদ্ধকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে জটিলতাগুলিকে কেমন তা আমরা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। দুই, ক্ষমতার রাজনীতি, সাম্রাজ্যবাদী ভাবনার উল্টোদিকে প্রতিবাদী স্বর হিসেবে কেন বারবার বৌদ্ধধর্ম, বুদ্ধ ব্যবহৃত হয়েছেন, ঔপন্যাসিকেরা সমকালের প্রতিফলন কীভাবে অতীতে খুঁজেছেন, এবং তাকে বিনির্মাণ করেছেন। তিন, আধুনিকের আত্মসমীক্ষা, নতুন পথের সন্ধান, ঐতিহ্যের-চিরাচরিতের পরিপন্থী হওয়ার ভাবনাকে, তাদের চৈতন্যকে প্রকাশ করতে, কোন কোন প্রবণতাগুলি নির্ণীত হয়েছে উপন্যাসে সেগুলি চিহ্নিত করেছি। চার, বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখা, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষ, বিশেষ বিশেষ অঞ্চল একটি বিশেষ সাহিত্যিক ধারায় আস্তে আস্তে ‘অপরাধপ্রবণ’ বলে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছেন, গোটা, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, অঞ্চল-দেশকে তারসঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে; তার কারণ অনুসন্ধান করেছি। এই গবেষণার আধার, আকর

এবং সহায়ক গ্রন্থ-পত্রিকা-তথ্য পাঠ। প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। প্রসঙ্গ অনুযায়ী, লেখকের অবস্থান, মন্তব্য, দৃষ্টিকোণ; উপন্যাসের আঙ্গিক, বিষয়, প্লট, চরিত্র, প্রতিবেশ, প্রেক্ষাপট, দৃষ্টিভঙ্গি, ফোকালাইজেশন, মনস্তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। তুলনামূলক বিচারে অন্যান্য সাহিত্য সংরূপ, বিদেশি সাহিত্য ব্যবহৃত হয়েছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে, ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায়

উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে বুদ্ধকথা বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধযুগের চর্চা

উপনিবেশপর্বে ভারতবর্ষে, একেবারে প্রথম দিকে ইংরেজদের অনুপ্রেরণায়, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের অনুসরণে, ব্যক্তিগত এবং এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে বাঙালি, বাংলা ভাষায় এই বিষয়ক গবেষণা এবং চর্চায় মনোনিবেশ করে। এই অধ্যায়ে, তার একটা সংক্ষিপ্ত ধারা বিবরণী প্রাথমিক ভাবে হাজির করেছি। আলোচনাসূত্রে দেখেছি, এই প্রক্রিয়া একমুখী এবং সরলরৈখিক নয়, বেশ জটিল। ইংরেজদের অনুপ্রেরণায় শুরু হলেও এর বাঁকবদল ঘটে, ক্ষমতা বিরোধী জাতিয়তাবাদী স্বর নির্মাণে, ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকে পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায়। ইতিহাসবিদ, গবেষকরা আবিষ্কার করেন, বৌদ্ধকাল জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন চর্চায়, কৃষি, বাণিজ্যে, শিল্পভাবনায়, স্থাপত্যে ভাস্কর্যে ‘গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়’ ছিল। ফলে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বাঙালি, সাহিত্যে বিভিন্নভাবে এই কালকে ব্যবহার করার অনুপ্রেরণা পায়।

আবার সমস্যা দেখা যায়, অতীত গৌরবে বৌদ্ধধর্মকে মান্যতা দিলে হিন্দুধর্ম-প্রাধান্যের কী হবে? ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধরণ অনুযায়ী ধর্মীয় বাইনারি তৈরিতেও চেনা হিন্দু-মুসলমান ছকের পাশাপাশি হিন্দু-বৌদ্ধ ছক ব্যবহৃত হয়েছে। এই ছক ব্যবহারে বাঙালির মধ্যে একটি ‘কিন্তু’ থেকে গেছে বৌদ্ধধর্ম বহিরাগত কী না সেই প্রশ্নে। যত সহজে ইসলামধর্মকে তাঁরা ‘বহিরাগত এবং বিতাড়নযোগ্য’ বলে

দাগিয়ে দিতে পারছিলেন; বুদ্ধ জন্মভূমি এবং বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে, বৌদ্ধধর্মের প্রসঙ্গে এই কাজ তত সহজ ছিল না। ফলে সেই দ্বন্দ্ব, জটিলতা তৈরি করেছে, যার ছাপ পড়েছে সাহিত্যে।

আবার বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অংশ, না কী তার থেকে পৃথক; বুদ্ধ অবতার না 'অসাধারণ মানুষ'; গোঁড়া হিন্দুত্ববাদ, লিবেরাল, স্যেকুলার এবং মানবতাপন্থী ধর্ম দর্শনে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের গ্রহণোগ্যতা ঠিক কেমন; এই সমস্ত বিতর্কের সূত্রপাত কী উনিশ বিশ শতকেই; না কী আরও অতীতে প্রোথিত তাঁর বীজ?

আমরা গোটা অধ্যায় জুড়ে এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গক্রমে উনিশ বিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ নন-ফিক্সন এবং ফিক্সনের 'পাঠ' কে ব্যবহার করেছি। এই দ্বন্দ্ব গুলি লেখকদের প্রভাবিত করেছিল। সেগুলি নিয়ে চলতে থাকে জটিল, সচেতন বিতর্ক, দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ প্রচেষ্টা-প্রকল্প। সীমাবদ্ধ মান্য-কেন্দ্রিক ঝোঁককে লেজিটিমাইজ বা ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার চেষ্টা, পাঠকের ভাবনা, রুচি, চাহিদাকে 'ম্যানিউপুলেট' করার চেষ্টা, প্রভাবিত হওয়া এবং প্রভাবিত করতে চাওয়ার সাহিত্যিক-রাজনৈতিক সমীকরণ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র দাশ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মদের বিভিন্ন উদ্যোগ, নবীনচন্দ্র সেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচন্দ্র সেন, রামদাস সেন, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের বিভিন্ন রচনা প্রসঙ্গত ব্যবহার করেছি।

পরাধীন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী প্রয়োজন, স্বাধীন ভারতে, এই 'তৃতীয় ধর্মের' চর্চার ক্ষেত্রে বন্ধ না হয়ে, খানিক দিক বদল করেছিল মাত্র। স্বাধীন নব্য জাতীয়তাবাদ, ম্যাপের বদলের সঙ্গে 'বাঙালির আত্মপরিচয়' এর নবনির্মাণ শুরু হল। আমাদের আলোচনার বিষয় আমরা বলেছি- শুধুমাত্র উপন্যাস। আসলে উপন্যাসে যা বলতে চাওয়া হয়েছে সেগুলি এই বক্তব্যগুলিরই ফিক্সনাল অভিব্যক্তিমাত্র। তাই এই ইতিহাসের ধারা, বা তত্ত্বগুলির ধরণ চিহ্নিত করা উপন্যাসগুলি সমালোচনা

করার উদ্দেশ্যেই প্রয়োজনীয় ছিল। উপন্যাসগুলি তার সমকালের সমাজ- রাজনীতিরই ছবি তুলে ধরেছে। তাই উপন্যাসের পাশাপাশি এই আলোচনা আমাদের গবেষণার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। উনিশ থেকে বিশ, বিশ থেকে বর্তমান কাল অব্দি এই চর্চার বিবর্তন পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখব, উপরোক্ত মতগুলি ছাড়াও, আলোচকদের ভাবনায়- বুদ্ধ ঈশ্বর থেকে মানুষ হয়েছেন বা তার আদর্শ, ধর্মের থেকে বেশি সমকালীন প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিবাদী স্বর হিসেবে চিহ্নিত হতে শুরু করেছে; বৌদ্ধযুগ, বুদ্ধকথা বৌদ্ধদর্শন আধুনিকতার, সমাজ বিবর্তনের রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রশ্ন গুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। প্রবণতাগুলি জটিল হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবির ধর্ম: বৌদ্ধদর্শন সম্পাদনা, রাজনীতি, মতাদর্শ

আমাদের গবেষণার পরিসরকে উপন্যাসের সংরূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছি, একথা ঠিক। কিন্তু এই বিষয়ের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রবল। প্রথম অধ্যায়ের অনুসরণেই এই অধ্যায়টির পরিকল্পনা। রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ প্রকল্পকে বিশ্লেষণের জন্য আলাদা পরিসরের প্রয়োজনেই। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব, বুদ্ধকথা, বুদ্ধযুগ, ধর্ম-দর্শন নিয়ে কোনো উপন্যাস না লিখলেও, বাকি সমস্ত সংরূপেই তিনি এ বিষয়ে কথা বলেছেন- কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, চিঠিতে, বক্তৃতায়, নাটকে। তিনি এবিষয়ে কোনো উপন্যাস লেখননি- শুধু এই যুক্তিতে তাঁকে, তাঁর ভাবনাকে কিছুতেই বাদ রাখা চলেনা। কারণ বাংলা সাহিত্যে তাঁর সমকালে এবং পরবর্তীকালের সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথের ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন; গ্রহণ না করলেও একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালে বৌদ্ধদর্শন, বুদ্ধকথা-বৌদ্ধসাহিত্য বিষয়ক চর্চাকে, গবেষণাকে, চর্চাকারদের প্রভাবিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথকে কোনো নির্দিষ্ট সংরূপে বাঁধা যায় না, তাই হয়ত, রাধাকৃষ্ণন তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছেন- "দ্য রিলিজিয়ন অফ আন আর্টিস্ট"। কিন্তু কবি নিজেই তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম, জীবনদেবতার-

ভাবনার কথা বলতে গিয়ে, তার নাম দিয়েছেন - "দ্য পোয়েট'স রিলিজিয়ন"। এই প্রবন্ধ অনুসরণেই, অধ্যায়ের নামকরণ।

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধধর্ম, বুদ্ধ ও বৌদ্ধযুগ সংক্রান্ত ভাবনা দ্বারা শুধু প্রভাবিতই নন, তিনি এই ভাবনাগুলিকে নির্মাণ করেছেন উনিশ বিশ শতকের সমকালীনতার প্রেক্ষিতে। তাঁর ব্যক্তিগত ঈশ্বরের তত্ত্বে উপনিষদের 'ব্রহ্ম', ব্রাহ্মধর্মের 'একমেবোদ্বিতীয়ম ঈশ্বর', ভক্তি আন্দোলনের, চৈতন্যসহ অন্যান্যদের প্রেমধর্ম, সহজিয়া-বাউল-সুফীদের, 'মনের মানুষ, ব্যক্তিগত ঈশ্বর' তো আছেই, তার সঙ্গে মিশে আছে "সর্বশ্রেষ্ঠমানব বুদ্ধদেব" ও তাঁর ধর্ম-দর্শন। সব মিলে তৈরি করেছে 'কবির ধর্ম'। তাঁর লেখায় খ্রিষ্ট, দাদূ, চৈতন্যের কথা এসেছে; কিন্তু তিনি বেছে নিয়েছেন বুদ্ধকেই। কারণ বুদ্ধ, এদের সকলের থেকেই প্রাচীন; তাঁর দর্শন, বৌদ্ধধর্মের এতকাল ধরে স্বমহিমায় টিকে থাকা, নিজ উৎপত্তি-দেশ থেকে সীমানা অতিক্রম করে অন্য দেশের মানুষের কাছে প্রধান হয়ে ওঠা, তাঁকে বিস্মিত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম-দর্শনকে গ্রহণ করেননি। তিনি তাকে সংস্কার করেছিলেন, সম্পাদনা করেছিলেন। দক্ষতার সঙ্গে এই ব্যক্তিগত রূপদানকে তিনি জগতের দরবারে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। সেই সম্পাদনার (গ্রহণ এবং বর্জন, উভয়ই) ধাপগুলিকেই আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি।

বঙ্কিমের জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, ধর্ম বিষয়ক তর্কে বৌদ্ধধর্মের প্রসঙ্গ এই অধ্যায়ে আমরা ব্যাখ্যা করেছি। ঠাকুরবাড়ির বুদ্ধকথা-চর্চার উত্তরাধিকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছি। তাঁর বিশ্বভারতী পরিকল্পনায়, বৌদ্ধবিহারগুলির প্রভাব, বাংলা-ভাষা সংক্রান্ত বক্তব্যে-নির্মাণে বুদ্ধের প্রভাব, রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় বৌদ্ধসাহিত্য- সম্পাদনা, অনুবাদ, মৌলিক রচনা, গবেষণার বিবরণ- ইত্যাদি মূল ঝোঁক গুলি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। চারুচন্দ্র বসুর ধম্মপদ অনুবাদে, রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য; বিধুশেখর শাস্ত্রী, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবোধচন্দ্র সেন,

প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রমুখের ওপর তাঁর প্রভাবকে এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাঁর সাহিত্যে বুদ্ধকথা পুনর্নির্মাণের মৌলিকতাগুলি এই অধ্যায়ে খুব বেশি আলোচিত হয়নি; কারণ বহু গবেষক এই নিয়ে গবেষণা করেছেন। কিছু মৌলিক প্রবণতা উল্লিখিত হয়েছে মাত্র। গোটা বিশ্বের দরবারে যখন রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের প্রতিনিধি, 'কবি' হয়ে উঠলেন, তিনি বুদ্ধকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছেন, ঐক্যের- মানবতার বার্তা দিতে; প্রাচ্যের উত্থানের সাপেক্ষে। বিভিন্ন বক্তৃতায় প্রবন্ধে তাঁর মতামতগুলি আমরা পাই। সমসাময়িক কালে বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম-দর্শন বিষয়ক যে চর্চা হচ্ছিল তার থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রকল্প স্বতন্ত্র।

তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিকের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস': 'আত্মপরিচয়' নির্মাণের অভিপ্রায়

এই অধ্যায়ে সরাসরি উপন্যাসের মধ্যে উপরোক্ত প্রবণতা গুলি খুঁজে দেখেছি। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত প্রবণতাগুলি যেমন এই উপন্যাসগুলিকে প্রভাবিত করেছে; তেমনই আছে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। ভাষা, আত্ম এবং 'অপর'এর আত্মপরিচয় নির্মাণ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, ব্যক্তি এবং সমষ্টির স্থানচ্যুতি আশ্রয়চ্যুতির যন্ত্রণা, রাষ্ট্রের ক্ষমতা, হেজিমনি ও ক্ষমতার পক্ষ এবং বিরুদ্ধ স্বর নির্মাণ, প্রাতিষ্ঠানিক এবং মানবতাবাদী ধর্মের দ্বন্দ্ব, বাজার এবং চাহিদা অনুযায়ী সাহিত্য-পণ্যের নির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নকে সামনে রেখে, উপন্যাসের গল্পের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধকাল বুদ্ধকথাকে ব্যবহার করে, সমকালকে নির্ধারণ করার, সমালোচনা করার, উপস্থাপন করার বিভিন্ন প্রকল্প এই সময় জুড়ে তৈরি হয়েছে। চেরবাটস্কি, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ আলোচক মনে করেছেন, বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন উদ্ভবের কারণ, সেইকালের রাজনৈতিক-অরাজকতা, সাম্রাজ্যলোভ, মাৎস্যন্যায়। তার থেকেই তাঁর 'সংযমপন্থী, উপশমকারী ধর্ম' এর অবতারণা। আমরা খেয়াল করবো, এই রাজনৈতিক চিহ্নগুলিই পরবর্তীকালে উপন্যাসের রাজনৈতিক-প্রবণতা হিসেবে বিনির্মিত হচ্ছে। আধুনিক উপন্যাসে, কথকের

আত্মসমীক্ষার আধার হিসেবেও, বুদ্ধের বৈচিত্রময় জীবনীর প্রতিফলন ঘটেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস পালিত, দীনেশচন্দ্র সেন, শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, সত্যেন সেন, শওকত আলি, বিপ্রদাস বড়ুয়া, সমরেশ মজুমদার, নারায়ণ সান্যাল প্রমুখের উপন্যাস প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

থেরীগাথা থেকে মেয়েদের লেখা উপন্যাস: আধুনিকতার মাত্রা

এখানে লিঙ্গ রাজনীতি-প্রসঙ্গে 'দ্বিতীয় লিঙ্গ'এর পরিচিতি এবং অবস্থানের নিরিখে অনুরূপা দেবী, দীপ্তি ত্রিপাঠী, বাণী বসু এবং সেলিনা হোসেনের উপন্যাসগুলি আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গ অনুযায়ী থেরীগাথার বিভিন্ন গাথা এবং প্রসঙ্গ ব্যবহার করে মেয়েদের বয়ানে নিজেদের কথা, অন্য মেয়েদের কথা কীভাবে উঠে এসেছে তার তুলনামূলক আলোচনা করেছি। বুদ্ধের কালে মেয়েদের অবস্থান ঠিক কেমন ছিল, এবং উপন্যাসগুলিতে সেই ঐতিহাসিক সত্য তথ্য কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা ব্যাখ্যা করেছি। আধুনিকতা কালনির্ভর, না বিষয় নির্ভর এই প্রশ্ন তুলেছি,- প্রাচীন থেরীগাথা আর মেয়েদের লেখা এই আধুনিক উপন্যাসগুলির বয়ানকে সামনে রেখে। জনপ্রিয় ভাবনায় বলা হয়- বুদ্ধ মেয়েদের সঙ্ঘে নিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং বৌদ্ধসাহিত্যে, জাতক অবদানের গল্পে প্রচুর নারীবিদ্বেষী গল্প আছে। তাই বৌদ্ধকাল মেয়েদের জন্য, সম্মানজনক পরিসর তৈরি করতে পারেনি। বুদ্ধ এবং বৌদ্ধকাল সম্পর্কে এই অভিযোগটির উত্তর দিয়েছেন,- ধর্মানন্দ কোসাম্বী, নলিনাক্ষ দত্ত, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গক্রমে আমরা তাদের গবেষণামূলক সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করেছি। এই প্রসঙ্গেই *থেরীগাথা*- য় মেয়েদের যেভাবে চিত্রিত হতে দেখি, তার তুলনামূলক উদাহরণ দিয়েছি। বৌদ্ধকালে বৌদ্ধধর্ম-দর্শন সমস্ত অর্থনৈতিক শ্রেণি থেকে আসা মেয়েদের স্বতন্ত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্ম-দর্শন চর্চার সমান পরিসরের সুযোগ দিয়েছিল। আধুনিক সংরূপের বয়ান এবং অভিপ্রায়ও কি সবসময় 'আধুনিক' হয়?

প্রাচীন থেরীগাথায় কোনো আধুনিকতা থাকা সম্ভব? বৌদ্ধযুগকে ব্যবহার করে স্রষ্টারা মেয়েদের কোন স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা দাবী-দাওয়ার কথা তুলতে চেয়েছেন? 'মেয়ে' এই লিঙ্গ পরিচয়ের অবস্থান থেকে তাঁরা বৌদ্ধযুগকে কীভাবে নির্ণয় এবং নির্ধারণ করতে চাইছেন? 'পুরুষতান্ত্রিক চিরাচরিত ফেমিনিন' এর ভাবনা প্রতিষ্ঠা করছেন না কি প্রতিবাদী স্বর তৈরি করছেন? মেয়ে লেখকদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের ইতিহাসে এঁদের বক্তব্য কতখানি দায়িত্বপূর্ণ? আমরা মূলত এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজেছি চতুর্থ অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়

পীতাতঙ্ক : ইতিহাস, ইতিহাসের দর্শন, আখ্যানের তথ্য-তত্ত্ব

বেশিরভাগ উপন্যাসে, আমরা বৌদ্ধধর্মকে, বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মানবতা ঔদার্য, ক্ষমাশীলতা, শোষিতের ক্ষমতাবিরোধী স্বর, শিক্ষা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন ইত্যাদি ইতিবাচক প্রবণতায় ব্যবহৃত হতে দেখে এসেছি। কিন্তু উপন্যাসে বৌদ্ধতন্ত্রের নিষ্ঠুরতা, বৌদ্ধমঠ-গুম্ফা ক্রিমিনালের আড্ডা, ব্যভিচারের আখড়া, কাষায় পরিহিত ক্ষমাশীল-উদার-পণ্ডিত-ধ্যানী-গম্ভীর শ্রমণেরা আসলে অত্যন্ত নিষ্ঠুর, ব্যভিচারি ক্রিমিনাল এরকম ভুরিভুরি কল্প-কাহিনিও আমরা পড়ি। সম্প্রতি এই ধরণের উপন্যাস বাজারে খুবই জনপ্রিয়। নগর-সমতলের গোয়েন্দা 'বীর নায়কে'রা, বিপদসংকুল বৌদ্ধ-অধ্যুষিত অঞ্চলে গিয়ে এদের শায়েস্তা করে; গোঁড়া বৌদ্ধদের কবল থেকে তাদের ধর্মের দলিল-ঐতিহাসিক মূল্য যুক্ত দামী দ্রব্য, 'উদ্ধার' করে আনে... এইরকমের কাঠামোই জনপ্রিয়।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ, একটি 'অভিজাত, সমতল এবং নগরকেন্দ্রিক হিন্দু আধিপত্য এবং প্রাধান্য (হেজমনি এবং ডমিন্যান্স) থেকে- 'জাতি-ধর্ম-বর্ণ-এথনিসিটি-ভাষা-দেহ-বর্ণ' ইত্যাদিকে 'অপর' একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। তা আমরা আগের অধ্যায় গুলিতে আলোচনা করেছি। দেব-মূর্তি এবং মানুষকে 'অপর' বলে- 'বিকট দর্শন' বলে দাগিয়ে দেওয়া; 'বেঁটে, ছোটো চোখ, হলুদ বর্ণ'... ইত্যাদি দৈহিক বৈচিত্র্যের এথনিসিটিকে 'অপর' করা। পার্বত্য এলাকা, চীন, জাপান, তিব্বত

ইত্যাদি প্রাচ্যের, কখনও ভারতের ভেতরের অংশ হলেও, প্রাচ্যে, ভারতে, বসেই তাকে 'অপর' এবং 'ব্যঙ্গ' করা- আমরা খেয়াল করব।

জটিল, ভৌগোলিক অবস্থান, জানার অসুবিধে, 'অজানা- বিদেশ' সম্পর্কে কৌতূহল থেকে কল্পনা এবং তা থেকে সন্দেহের সূত্রপাত। পাঠকও ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা, প্রাধান্যকামী, নগর-সমতলের ভ্রমণবিলাসী। ফলে তাদের 'স্বপ্নপূরণের' খোরাক জোগানো হয় এই গল্পগুলির মাধ্যমে। ফেরার সময়, ঘর সাজানোর জন্য সুন্দর মূর্তি কিনে আনে তারা। আর অন্তরে বহন করে, 'অপর' সম্পর্কে ভালো অথবা মন্দ এই বোধ, এবং সন্দেহ। অথচ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র দাশ, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, অলকা চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রমুখের সেখানে গিয়ে পুথিচর্চার গবেষণার যে অভিজ্ঞতা, তার সঙ্গে এই ভাবনাগুলির যোগ নেই। সত্য এবং কল্পনায় সচেতনভাবে এই ফারাককে নির্মাণ করা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যাতে পারে, রাহুল সাংকৃত্যায়নের, *তিব্বতে সওয়া বছর,* বইটির মান এবং সত্য, সাহিত্যিক মানের কাছে এইধরণের বেশীরভাগ উপন্যাসগুলি নগণ্য।

হঠাৎ সাহিত্যে এই প্রবণতা এল কোথা থেকে; এবং তা কি হঠাৎই এল, উপনিবেশের ছাপ কীভাবে একে নিয়ন্ত্রণ করেছে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধর্মীয় বিদ্বেষের বাইনারির সঙ্গে যোগ- ইত্যাদি প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গিয়ে, ইতিহাস বিশ্লেষণ করে- ইউরোপ সৃষ্ট 'পীতাতঙ্ক' এর প্রকল্পের মধ্যে এর বীজকে খুঁজে পেয়েছি। পীতাতঙ্ক প্রভাবিত হয়ে, চীন জাপান, বার্মা ভারতবর্ষ অন্যান্য 'প্রাচ্যভূমিকে' তারা যে 'নেতিবাচক অপর এবং সন্দেহের' এর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছে সেই প্রভাব সরাসর উপনিবেশ এবং উত্তর-উপনিবেশ পর্বের সাহিত্যিকদের ওপর পড়েছে। বরং দেশীয় স্মৃতিকথা, ভ্রমণসাহিত্য, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে তাঁরা এড়িয়ে গেছেন।

ফলে এই অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আমরা ইউরোপের 'পীতাতঙ্ক' প্রকল্পের ইতিহাস, ইতিহাসের দর্শন, তথ্য সত্যকে বিশ্লেষণ করেছে। এই অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যের কথা খুব কমই এসেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পীতাতঙ্ক এবং বাংলা উপন্যাসের উত্তরাধিকার

পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত ইতিহাস, তথ্য ও সত্য, চিহ্ন এবং প্রবণতাগুলি ধারাবাহিকভাবে কীভাবে এই ধরণের বাংলা উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছে, সেই প্রভাবকে টিকিয়ে রাখার রাজনীতি কীভাবে ক্ষমতার, মান্যতার পক্ষেই কথা বলে, সেগুলি বিশ্লেষণ করেছি। আমাদের এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে, এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষ প্রসঙ্গে, বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত দেশ প্রসঙ্গে, বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত বস্তু-বিষয় সম্পর্কে, এই পর্যায়ে লিখিত রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা উপন্যাসগুলি যে মতের প্রতিধ্বনি করছে, তা ইউরোপের দৃষ্টিভঙ্গিই, এবং তা 'পীতাতঙ্কের' সঙ্গে যুক্ত।

যে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের গৌরবময় ঐতিহ্যের সঙ্গে, তার আত্মপরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত; তাকেই ঔপনিবেশিক প্রভাবের ফলে 'হীন, অপর, লঘু, অচেনা' করে দেওয়া হচ্ছে সচেতন বা অচেতনভাবে। এবং ভারতবর্ষের ভূখণ্ড এই 'ইউরোপীয় জেনোফোবিয়ার' দ্বারা চালিত হয়ে তার প্রতিবেশিদের সঙ্গে যুদ্ধ, দ্বেষ, বৈষম্যমূলক ঘৃণায়, হিংসায় জড়িয়ে পড়ে 'ইউরোপীয় এবং শ্বেতাঙ্গ' স্বার্থকেই চরিতার্থ করছে। যা কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক- সমস্ত দিক থেকেই তার ঐতিহ্যকে হীন করে, তাকে ইউরোপ-আমেরিকার মুখাপেক্ষী এবং নির্ভরশীল করে তুলেছে। শুধুমাত্র প্রতিবেশি নয় দেশের মধ্যেও ধর্ম-বর্ণ-জাতি সম্পর্কে 'অপর' এর মনোভাব আমাদের ঐক্যের পথেও অন্তরায় হয়ে রাষ্ট্রের বা ক্ষমতার হাতকেই আরো মজবুত করে তোলে।

এই অধ্যায়ে যে ভাবনার পরিচয় আমরা পাবো তা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শরচ্চন্দ্র দাশ, রাহুল সাংকৃত্যায়ণ প্রমুখের গবেষণা, রবীন্দ্রনাথের ভাবনার প্রায় বিপরীতধর্মী। যে বৌদ্ধধর্ম (সংস্কৃত, যাকে সংস্কার করা হয়েছে), বা বুদ্ধকে মুখ করে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের ঐক্যের, উন্নতির এবং জাগরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা পীতাতঙ্কের প্রতিধ্বনি হয়ে এই উপন্যাসগুলির মাধ্যমে

বিপরীত একটি ভাবনাকে বাঙালি পাঠকের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলল বা তুলেছে। একথার জন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই, যে, রবীন্দ্রনাথের পাঠক সংখ্যার তুলনায় এই উপন্যাসগুলির পাঠক সংখ্যা এবং প্রভাব অনেক বেশি।

প্রসঙ্গক্রমে আছে, দীনেন্দ্রকুমার রায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শশধর দত্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, প্রমুখের এই ধরণের উপন্যাসের বিশ্লেষণ। আমরা একেবারে বিশ শতকের কালপর্বে সীমাবদ্ধ না থেকে এই রাজনৈতিক প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করতে করতে প্রায় সমকালের দু-একটি উপন্যাসেও উল্লিখিত হয়েছে।

উপসংহার

ছয়টি পরিচ্ছেদে ব্যাপ্ত আমাদের আলোচনায়, বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে ঠিক কোন কোন প্রবণতায়, বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম-দর্শন, বৌদ্ধকাল, বৌদ্ধ-উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি ধারাবাহিক রূপরেখা, দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রতি সাহিত্যিকদের আচরণ, আমাদের মূল ঝোঁকের বিষয়। কিন্তু কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাত না করেই, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আধিপত্য কীভাবে অন্যান্য ধর্ম বা 'অপর' এর পরিচয়কে অধীনস্থ করতে চায়, আমরা মূলত সেই বিশ্লেষণই করেছি। বাংলা উপন্যাসের ধারায় এই আধিপত্য এবং অধীনের ক্ষমতাবিন্যাসের বিচিত্র জটিল পরিসরকেই প্রকাশ করার চেষ্টা করলাম। ধর্ম-দর্শনের ইতিহাস পাঠ করলে, ভারতবর্ষের বহুমত বহুবৈচিত্র্যের, তাদের মধ্যেও মিলেমিশে যাওয়ার সংস্কৃতি আমাদের বিস্মিত করে। সেখানে বিরোধ, আত্মীকরণ, সহাবস্থান, বিবর্তন ইত্যাদি সমস্ত সচল এবং পরিবর্তনশীল পরিবর্তনের কথা ঐতিহাসিক সত্য এবং তথ্য হিসেবে বিরাজমান। আমাদের উপন্যাসের আলোচনার মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় রাজনীতির এই উল্লিখিত পরিসরগুলিকেই স্পষ্ট করেছে দেখতে পেলাম। কোনো একরৈখিক, থাকবন্দী, সরল বহমানতা তার নয়; আছে বহু বাঁকবদল, জটিল

সর্পিল গতি। বহুস্বরকে তার প্রবণতা অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা খুবই প্রয়োজন। এই বহুস্বর যেমন ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করে তেমনি এই স্বতন্ত্র, আলাদা-আলাদা স্বরকে মর্যাদা না দিয়ে, গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, আরেক 'ম্যানিউপুলেটিভ গোঁজামিল', 'আধিপত্য-অনুসারী' বাজার চলতি ভাবনা। তাকে বারে বারে বাজার, পণ্যের (কখনও কখনও উপন্যাস তার একটি উপাদান) এবং তার বিজ্ঞাপনের জোরে জনপ্রিয় তোলে। এই 'ঘুলিয়ে দেওয়া' বেড়ে গেছে, তার অপর কারণ, পাঠকের অলসতা। সে গল্প উপন্যাসের মধ্যেই-কাল্পনিক গল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন সব একসঙ্গে পেতে চায়! 'ফিক্সন' স্রষ্টারাও জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে, যথেষ্ট ইতিহাস দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণা না করে চটজলদি সাহিত্য-পণ্য জোগান দিতে থাকে। কতকগুলি 'জনপ্রিয় ছকে' ফেলে 'পণ্য' নির্মিত হচ্ছে মানের তোয়াক্কা না করেই। অথচ সেগুলিই 'বেস্ট' অভিধায় বিক্রি বাড়াচ্ছে। জনপ্রিয় মানেই মান কম, এইরকম একরৈখিক মন্তব্য আমাদের নয়।

প্রথম অধ্যায়ে বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে এই 'ঘুলিয়ে' দেওয়ার প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্যে যে গোড়া থেকেই ছিল তা আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু তারধরণ ছিল আলাদা। বুদ্ধ সম্পর্কে ইতিহাস, অলৌকিকতা, অবতারতত্ত্ব মিলেমিশে যাচ্ছে, নবীনচন্দ্র সেনের *অমিতাভ*, প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বুদ্ধবাণী*, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের *বুদ্ধদেব*, রামদাস সেন, নিবেদিতা প্রমুখের বিভিন্ন রচনায়। অথচ এঁরা সকলেই কম-বেশি দাবী করেছেন- অলৌকিকতামুক্ত ইতিহাসনিষ্ঠ গ্রন্থ রচনাই তাঁদের উদ্দেশ্য। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বৌদ্ধধর্ম-দর্শনকে যুক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের নাস্তিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন-

পরবর্তীকালে বুদ্ধের অনুগামীদের মধ্যে অনেকগুলি সুস্পষ্ট দার্শনিক সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হয়। তার মধ্যে প্রধানত চারটি সম্প্রদায় ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

১। বৈভাষিক সম্প্রদায়। এর মতে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়েরই অস্তিত্ব আছে এবং প্রত্যক্ষভাবেই বহির্জগতের জ্ঞান হয়।

২। সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়। এর মতেও অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়েরই অস্তিত্ব আছে, কিন্তু বহির্জগতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। বহির্জগতের মানস-প্রতিবিম্বকে অবলম্বন করে আমরা তার সত্তা অনুমান করি।

৩। যোগাচার সম্প্রদায়। নামান্তরে, বিজ্ঞানবাদ। বহির্জগতের কোনো অস্তিত্ব নেই; একমাত্র মনই সত্য এবং তথাকথিত বহির্জগৎ আসলে মনগড়া-মনের ধারণা।

৪। মাধ্যমিক সম্প্রদায়। নামান্তরে শূন্যবাদ। বহির্জগৎ বা অন্তর্জগৎ কিছুরই প্রকৃত সত্তা নেই- সবই শূন্য, শূন্যই চরম সত্য।

বুদ্ধের মূল বাণীর সঙ্গে এইসব বিভিন্ন সম্প্রদায়-প্রতিপাদ্য দার্শনিক তত্ত্বের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় কিনা এ-প্রশ্ন স্বতন্ত্র। কিন্তু একটি বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্বয়ং বুদ্ধের মতোই এইসব সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা একান্তভাবেই বেদ-বিরোধী বা শ্রুতিবিরোধী ছিলেন; বস্তুত, পরবর্তীকালে শ্রুতির অনুগামী দার্শোনিকেরা শ্রুতি-প্রতিপাদ্য তত্ত্বের সমর্থনে যে-সব যুক্তিতর্ক উদ্ভাবন করেছিলেন সেগুলির খণ্ডনই এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির একটি প্রধান প্রচেষ্টা ছিল। অতএব সাবেকী শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করে এগুলিকে নাস্তিক সম্প্রদায় হিসেবে আলোচনা করার বাধা নেই।

শুধু আদি বৌদ্ধধর্ম নয়, পরবর্তী প্রস্থানগুলিকেও তিনি নাস্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত করেছেন। কিন্তু প্রথম অধ্যায়ে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বইয়ের আলোচনায় দেখেছি, বুদ্ধ এবং তাঁর ধর্মকে আস্তিক প্রমাণ করতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় জুড়ে রবীন্দ্রনাথ ‘সর্বশ্রেষ্ঠ মানব’ বুদ্ধকে এবং তার ধর্ম-দর্শনকে গ্রহণ করে, তাকে সংস্কার এবং সম্পাদনা করেছিলেন বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে তা আলোচিত হয়েছে। শুধু গ্রহণ নয়, বর্জনের চিহ্নগুলিও আমরা ব্যাখ্যা করেছি। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ‘আত্মপরিচয়’ নির্মাণে বৌদ্ধ-উপাদানগুলিকে যুক্ত করতে চেয়েছেন সচেতন রাজনৈতিক অভিপ্রায় থেকেই। প্রাচ্যের ঐক্যের, সামগ্রিক উন্নয়নের ধারণার সঙ্গে এর গভীর যোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, সেই মতাদর্শই গোটা প্রকল্প জুড়ে পরিস্ফুট।

এই ‘আত্মপরিচয়’ নির্মাণ সবক্ষেত্রে ‘কবির ধর্ম’ এর মত, গঠনমূলক ছিলনা তা আমরা দেখেছি তৃতীয় অধ্যায়ে উপন্যাসের আলোচনায়। বেশিরভাগ উপন্যাসেই ‘অভিজাত, হিন্দুত্ববাদী, একরৈখিক, আধিপত্যমূলক’ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা, ‘বাঙালি আত্মপরিচয়’ নির্মাণে বৌদ্ধউপাদানগুলিকে আস্তে আস্তে এড়িয়ে গিয়ে, ভ্রান্ত বর্ণনায়, কাল্পনিক গল্পে বাদ দিয়ে দেওয়ার ক্রমাগত চেষ্টা চলেছে।

আবার বুদ্ধকালের প্রতিবাদী স্বরগুলিকে, শাসক এবং আধিপত্যের বিরুদ্ধে গিয়ে,- সাধারণের ভাষা, মাতৃভাষার স্বীকৃতি, ডিট্রাইবালাইজেশন, ডিফরেস্টেশন বিরোধী প্রসঙ্গ গুলিকে সমকালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। সত্যেন সেন সাম্যবাদের প্রশ্নে, বুদ্ধের সমসাময়িক উপজাতিদের

গণতান্ত্রিক ভাবনা (বজ্জিদের প্রসঙ্গ), সঙ্ঘের গোষ্ঠীবদ্ধ সংযমী মিতাচারী জীবন-যাপন, যুদ্ধবিরোধী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কূটনৈতিক সম্পর্ক ভাবনাকে তাঁর উপন্যাস পরিকল্পনায় বিনির্মাণ করেছেন।

ব্যক্তির বা সমষ্টির বিচ্ছিন্নতা, চ্যুতির প্রশ্নেও বুদ্ধের দুঃখবাদ পুনর্নির্মিত হয়েছে রাজনৈতিক ভাবে। এই প্রসঙ্গে তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা শওকত আলি, বিপ্রদাস বড়ুয়া, সন্মাত্রানন্দ, শাহজাদ ফিরদৌস প্রমুখের উপন্যাস বিশ্লেষণ এবং উল্লেখ করেছি। শুধু যে উপন্যাসেই এই ভাবনার প্রভাব পড়েছে তা নয়।

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে এবং কবিতায়, নাটকে, বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ দর্শনের প্রসঙ্গ বিনির্মাণের বহু উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। এইধরণের সৃষ্টিগুলি হয়ে উঠেছে সমকাল-ইতিহাস-দর্শনের বীক্ষার ক্ষেত্র, বুননে আছে সংবেদনশীলতা। তা পাঠকের স্মৃতি, অধ্যাবসায়, মনোনিবেশ এবং অংশগ্রহণ দাবী করে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সেলিনা হোসেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (*মেঘমল্লার*), বিপ্রদাস বড়ুয়া, অমলেন্দু চক্রবর্তী, নবারুণ ভট্টাচার্য প্রমুখদের পূর্বে- এই বিষয় নিয়ে ছোটগল্প লিখেছেন,- ভিক্ষু সুদর্শন, সুকুমার দত্ত, বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

এ বিষয়ে, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপগুলিকে নিয়ে আলাদা আলাদা গবেষণার ক্ষেত্র রয়েছে। সব প্রবণতা যে আমরা এখানে সম্পূর্ণভাবে চিহ্নিত করেছি এমন দাবী করি না। বিষয়টি সম্পর্কে আরও বিস্তৃত গবেষণার সম্ভাবনা বিদ্যমান। সে ধারাতেই আমাদের আলোচনার সীমিত পরিসর নির্মিত হয়েছে।

জনপ্রিয় ভাবনায় বলা হয়- বুদ্ধ মেয়েদের সঙ্ঘে নিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং বৌদ্ধসাহিত্যে, জাতক অবদানের গল্পে প্রচুর নারীবিদ্বেষী গল্প আছে। তাই বৌদ্ধকাল মেয়েদের জন্য, সম্মানজনক পরিসর তৈরি করতে পারেনি। এই কালকে বেছে নিয়ে অনুরূপাদেবী, বাণী বসু দীপ্তি ত্রিপাঠি, পুরুষ লেখকদের পাশাপাশি তাঁদের উপন্যাসেও 'চিরন্তন নারীকল্প' বা 'ইটারনাল ফেমিন' এর ভাবনাকেই রূপ দিয়েছেন। বুদ্ধ এবং বৌদ্ধকাল সম্পর্কে এই অভিযোগটির উত্তর দিয়েছেন,- ধর্মানন্দ কোসাম্বী, নলিনাক্ষ দত্ত, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গক্রমে আমরা তাদের গবেষণামূলক সিদ্ধান্তগুলি

উল্লেখ করেছি। এই প্রসঙ্গেই *থেরীগাথা*- য় মেয়েদের যেভাবে চিত্রিত হতে দেখি, তার তুলনামূলক উদাহরণ দিয়েছি। বৌদ্ধকালে বৌদ্ধধর্ম-দর্শন সমস্ত অর্থনৈতিক শ্রেণি থেকে আসা মেয়েদের স্বতন্ত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্ম-দর্শন চর্চার সমান পরিসরের সুযোগ দিয়েছিল।

বৌদ্ধধর্মকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের নেতিবাচকভাবে চিত্রিত করার চল, হিন্দুধর্মের আধিপত্য একরৈখিক অভিজাত দৃষ্টিভঙ্গির ফল একথা আমরা আগের অধ্যায় গুলিতে স্পষ্ট করেছি। সেখানে ঐতিহাসিক উপন্যাসে 'ধর্মীয় অপর' হিসেবে বৌদ্ধদের ওপর অপরাধপ্রবণতাকে চাপিয়ে দেওয়ার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। কিন্তু আরেকটি ধারায় দেখা যাচ্ছে, যেখানে বৌদ্ধধর্ম এবং অপরাধপ্রবণতার সঙ্গে গোটা প্রাচ্যকেই হীন করে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ধর্মভেদের সঙ্গে যুক্ত,- জাতি, বর্ণ, প্রতিকূল অসমতল ভৌগোলিক প্রতিবেশ, এথিনিসিটি, ভাষা ইত্যাদি মানদণ্ড গুলি। এই প্রবণতার বীজ আমরা খুঁজে পেয়েছি; 'শ্বেতাঙ্গ, খৃস্টান, আধিপত্যকামী, সাম্রাজ্যবিস্তারকামী, অভিজাত, অহমিকাপূর্ণ' দৃষ্টিভঙ্গিতে, পাশ্চাত্য নির্মিত 'পীতাতঙ্ক' প্রকল্পের মধ্যে। আমরা দেখিয়েছি, পীতাতঙ্কের সঙ্গে প্রাচ্য এবং বৌদ্ধধর্মকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোটা পৃথিবীতে প্রাচ্য সম্পর্কে 'হীন এবং অপর' মনোভাবকে চারিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধজন্মভূমি ভারতবর্ষে, বাংলা সাহিত্যে, উপনিবেশ, পাশ্চাত্য এবং শ্বেতাঙ্গ-প্রীতি থেকে এই মানসিকতাকে হবহু গ্রহণ করা হয়েছে, অভিযোজিত করা হয়েছে। প্রাচ্যের একটি দেশ হয়ে, প্রাচ্য-বিরোধী একটি প্রকল্পকে বাঙালি লেখকেরা জনপ্রিয় ধারায় রূপান্তরিত করেছেন। শুধুমাত্র ভারতবর্ষের বাইরের 'বৌদ্ধ-অধ্যুষিত' স্থানগুলিই নয়; ভারতবর্ষের মধ্যেও বিশেষ জাতি ধর্ম বর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চলের সহবাসীদের, প্রতিবেশিদের, তাঁরা 'অপর এবং অপরাধপ্রবণ' করে তুলেছেন। সমতলের হিন্দুত্ববাদী, কেন্দ্রনির্ভর, অভিজাত- অবস্থান থেকে তাঁরা এই 'সন্দেহ'কে সাহিত্যে শিল্পে নির্মাণ করে গল্প-পণ্যের বিক্রি সুনিশ্চিত করেছেন। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে, এই বহুমুখী ইতিহাস, ইতিহাসের দর্শন, তথ্য, সত্য, বাংলা উপন্যাসের উদাহরণ আলোচনায় বর্ণিত।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থেরবাদ ছাড়া বৌদ্ধধর্মের তন্ত্র-মন্ত্র নির্ভর বিভিন্ন শাখা জনপ্রিয় মান্য সাহিত্যে বেশি 'অপর' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, 'অপরাধপ্রবণ এবং সন্দেহের' আধার হয়ে উঠেছে। তা আমরা দেখেছি। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শশীভূষণ দাশগুপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নেতিবাচকতা, আধিপত্যকামী মানসিকতা ইত্যাদিকে বিশ্লেষণ করে তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন, সেগুলিও আমরা উল্লেখ করেছি। তবুও আমরা খেয়াল করবো, স্বয়ং বুদ্ধ বিষয়ে কুৎসা, সন্দেহ উপন্যাসে তেমনভাবে বর্ণিত হয়নি। বুদ্ধের শেষ-আহার শূকরের মাংস ছিল- এই নিয়ে রাখালদাস তাঁর উপন্যাসে ব্যঙ্গ করেছেন। পরবর্তী অনেক লেখকরা প্রসঙ্গ ছাড়াই হঠাৎ উপন্যাসে সেটি শূকরের মাংস নয়, ছত্রাক ছিল ইত্যাদি বলে, বুদ্ধকে স্বঘোষিতভাবেই 'কলঙ্কমুক্ত' করতে চেয়েছেন। এছাড়া তেমন নেই। এরকারণ হিসেবে, আমাদের মনে হয়- এক, বুদ্ধজন্মভূমির বাসিন্দা হওয়ায়, আমদের দেখা বৌদ্ধ-শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য, প্রতিবেশ, উপাদান আমাদের মনে একটি সম্ভ্রমের উত্তরাধিকার তৈরি করেছে। দুই, বুদ্ধ, বিষ্ণুর অবতার, রামের বংশে তার জন্ম- ইত্যাদি ভাবনা এতটাই জনপ্রিয়, যে ভারতীয়েরা ঘরে ঘরে, তাকে পূজাবেদীতে বিষ্ণু, রামের পাশে বসিয়েছে। তিন, রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধ বিষয়ক বহুমুখী প্রকল্পের প্রভাব। তাকে এড়িয়ে যাওয়া বা অস্বীকার করা খুব বেশি জনপ্রিয় হয়নি। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রকল্পের সম্যক রূপের সঙ্গে বাঙালি পাঠকদের তেমন পরিচয় নেই। মনে রাখতে হবে, এখনও রবীন্দ্রনাথ 'ঠাকুর' হয়ে আছেন, বেশীরভাগ মানুষের কাছে।

তা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র, রাখালদাস, বিবেকানন্দ প্রমুখরা, বুদ্ধ এবং বুদ্ধের কাল সম্পর্কে বেশ কিছু অভিযোগ তুলেছিলেন। নারীবিদ্বেষ এবং খাদ্য 'রুচি'র কথা আমরা উল্লেখ করলাম। এছাড়াও, বুদ্ধের অহিংসা ধর্মের প্রভাবে ভারতবর্ষের লোকেরা 'কাপুরুষে' পরিণত হয়েছে, শৌর্য বীর্য অস্ত্রধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, বুদ্ধের প্রচারিত 'যুদ্ধবিরোধী' মানসিকতা আসলে 'ভীরুতা'র লক্ষণ; বৌদ্ধধর্মের আগে 'অখণ্ড সনাতন হিন্দু ধর্মই' ছিল, বৌদ্ধধর্ম ধর্মভেদ তৈরি করে, প্রথম ধর্মীয় অনৈক্য সৃষ্টি করে; বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের 'নাস্তিকতা' পাশ্চাত্যের মনমোহন 'আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ' এই পরিচয়-ভাবনার বিরোধী

(বিবেকানন্দ এবং ইস্কনের ভাবনার সঙ্গে মেলানো মুশকিল), বুদ্ধের সঙ্ঘে জাতিভেদ প্রথা ছিল না, কিন্তু সমাজ থেকে তারা জাতিভেদপ্রথাকে বিলুপ্ত করতে পারেনি, বুদ্ধ আসলে রাজা এবং ধনবান শ্রেষ্ঠীদের কল্যাণে বিলাসিতায় জীবন-যাপন করতেন- ইত্যাদি বহু ভ্রান্ত অভিযোগ অতীতে ছিল, বর্তমানেও আছে। ধর্মানন্দ কোসাম্বী তাঁর 'ভগবান বুদ্ধ'-তে যুক্তি প্রমাণ গবেষণার দ্বারা এগুলিকে খণ্ডন করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনমানসে এই অভিযোগগুলিকে জাগিয়ে রাখার প্রচেষ্টাও বিভিন্ন 'বয়ানে' চলেছে। বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম-দর্শনকে ব্যবহার করে সাহিত্য রচনা পরিমাণে কম হওয়ার ক্ষেত্রে এর বিশেষ ভূমিকা আছে।

একদিকে 'সম্ভ্রমবোধ' অন্যদিকে 'অপর' এর জনপ্রিয় ভাবনা, এই দুই প্রবণতা ভারতবাসীকে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম-দর্শন সম্পর্কে বহুকাল ধরে দ্বিধান্বিত করেছে; দোলচলতায় ফেলেছে। আর এই জটিলতাকেই আমরা বাংলা উপন্যাসের উদাহরণের সাহায্যে পাঠ করতে চেয়েছে। একেই আমরা রাজনৈতিক অভিপ্রায় মতাদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আধিপত্যকামী মানসিকতা এবং 'অধীনস্থ অপর' এর রাজনৈতিক অভিপ্রায়গুলি চিহ্নিত করাই আমাদের এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য; সেক্ষেত্রে আমরা বেছে নিয়েছি বৌদ্ধধর্মকে। এখানে বিশেষ সময় দেশ কাল ভাষা প্রেক্ষিতে এই ধর্মের যে অবস্থান তা সব কাল স্থান পাত্রের নিরিখে অপরিবর্তনশীল নয় তা আমরা জানি। যখন বৌদ্ধধর্মের অবস্থান আধিপত্য এবং ক্ষমতার কেন্দ্রে তখন, অন্যান্য ধর্ম 'অপর, অধীনস্থ'। আমরা সমকালে রোহিঙ্গাদের প্রসঙ্গটি স্মরণ করতে পারি। ধর্মীয় প্রাধান্যে, লিবেরাল বা উদার-ধর্মে কখনই ধর্মীয় সাম্য সম্ভবপর হয়নি।

আমাদের প্রশ্ন জাগতে পারে, যে, অবস্থান, প্রাধান্য, হেজমনির প্রভাবকে কীভাবে জনপ্রিয় সংস্কৃতি প্রতিরোধ করতে পারে? তবে কী সাহিত্য মধ্যপন্থা রাখবে? সাহিত্য কী সবসময় নৈতিক শিক্ষা দেবে?

আমরা সব প্রশ্নের উত্তর জানি না। সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতি সচেতন লেখক এবং পাঠক, দার্শনিক বীক্ষায় পাঠের মাধ্যমে, দুইপ্রান্তে থেকেও সংযুক্ত হবে। শ্রেণিগত অবস্থান সম্পর্কে, স্পষ্টতা, ক্ষমতা এবং অধীনস্থের বোধ তাদের চালিত করবে। এটুকু বলা যায়, 'পাঠ'-এর দায়িত্ব লেখক নেবেন। তা যদি হিংসা ছড়ায় মানুষের মধ্যে, মানবিকতার খাতিরে তা থেকে বিরত থাকাই হয়ত উচিত। তবু ক্ষমতার চিহ্ন থেকে যায়। সেগুলিকে প্রতিবেশ প্রেক্ষিত অনুযায়ী সমালোচনা করাও পাঠের অন্তর্গত। সেইটি ব্যক্তিগত নিন্দার কুৎসার চেয়ে, উচ্চস্তরের প্রতর্ক, সাহিত্য সমালোচনার সংরূপের ইতিবাচক আলোচ্য। সাহিত্য সেই সম্ভাবনা গুলি রাখবে, সেই সমালোচনার পরিসর তৈরি করবে। এই দায়িত্ব গুলি সাহিত্য নির্মাণের এবং পাঠের অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে।

এবিষয়ে জিতেন্দ্রনাথ মহান্তি, আশীষ লাহিড়ী প্রমুখ, ধর্ম-দর্শনের ইতিহাসের স্বতন্ত্রদিকগুলি নিয়ে গভীর গবেষণার কথা বলেছেন। সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নৈতিকতার বদলে, সংবেদনশীল রাজনৈতিক নৈতিকতার প্রয়োজন আছে বলে, প্রস্তাব দিয়েছেন।

আমরা আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভে কোনো নির্দিষ্ট সমাধানের কথা বলতে চাইনি। ধর্মীয় রাজনীতির বহুমুখী ধারাকেই, সীমাবদ্ধ পরিসরে, বাংলা উপন্যাসের উদাহরণের সাহায্যে 'পাঠ' করতে চেয়েছি।

গ্রন্থপঞ্জি, পত্রপত্রিকা এবং অন্তর্জাল-সূত্র সমূহ

আকর গ্রন্থ

অনুরূপা দেবী, *রামগড়,* এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা, ১৩২৫

ত্রিবেনি, এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা

আবুল কাসেম, *সরহ পা,* অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৩

অতীশ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৫

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *বীরবরণ,* শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৮৮৩

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *দেবীকোট,* প্রকাশক শ্রী জয়াদ্রিনাথ সান্যাল, গঙ্গোত্রী পরিষদ, কলকাতা, ১৩৯৭

দেবারতি মুখোপাধ্যায়, *ঈশ্বর যখন বন্দী,* বিভা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৪২৩

দীনেশচন্দ্র সেন, *শ্যামল ও কজ্জল,* প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৩৪৫

দীপ্তি ত্রিপাঠী, *হে অনন্তপুণ্য* (জীবকের বুদ্ধ-স্মৃতি কাহিনী), দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

দীনেন্দ্র কুমার রায়, *পিশাচ পুরোহিত,* গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ, নদীয়া, ১৩১৭

জাল মোহান্ত, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩১৬

চীনের চালবাজি, রহস্য-লহরী উপন্যাস মালার ১১২ নং সচিত্র উপন্যাস, 'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয়, নদীয়া, ১৩৩৪

পীতাতঙ্কের প্রতিকারঃ বিপ্লববাদের বিলোপ-কাহিনী, রহস্যলহরী উপন্যাসমালার ত্রৈমাসিক সংস্করণ, ষণ্ডামার্কের দপ্তরের ষষ্ঠ গ্রন্থ, রহস্য-লহরী পাবলিসিং হাউস, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯২৩

চীনের নবনায়ক, রহস্য রোমাঞ্চ গ্রন্থ, শিশীর পাবলিশীং হাউস, কলকাতা, নূতন সং, ১৩৬৫

নারায়ণ সান্যাল, *দশটি উপন্যাস,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৯

আম্রপালী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯

নীহাররঞ্জন গুপ্ত, *কিরীটি অমনিবাস,* ১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২১

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, *কৃষ্ণার পরিচয়,* কৃষ্ণা সিরিজের ৪ নং গ্রন্থ, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ১৯৮৫

কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ, ৬ ডিটেকটিভ উপন্যাসের সংকলন, গুপ্ত-ঘাতক, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪১৪

কারাগারে কৃষ্ণা, 'কৃষ্ণা সিরিজে'র প্রথম গ্রন্থ, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ১ম সং, ১৩৫৯

কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ, ৬ ডিটেকটিভ উপন্যাসের সংকলন, হত্যার প্রতিশোধ, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪১৫

প্রহেলিকা সিরিজের ৬ ডিটেকটিভ উপন্যাসের সংকলন, খণ্ড ৫, কলঙ্কী চাঁদ, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, বইমেলা, ২০০৮

প্রমথভূষণ তর্কভূষণ, *মণিভদ্র,* বৌদ্ধযুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস, শ্রী গোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩২১

প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুরজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পাঃ), *মামাবাবু সমগ্র,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, *মহাস্থবির জাতক,* দে'জ পাবলিশিং, ১৪২২

প্রীতম বসু, *চৌথুপীর চর্যাপদ,* প্রকাশক প্রীতম বসু, কলকাতা, ২০১৭

বাণী বসু, *মৈত্রেয় জাতক,* আনন্দ, কলকাতা, ২০১২

বিপ্রদাস বড়ুয়া, *শ্রামণ গৌতম,* পুস্তকবিপণী, কলকাতা, ২০০২

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মরণের ডঙ্কা বাজে,* এম, সি, সরকার এন্ড সন্স লিঃ, কলকাতা, ২য় সং, ১৯৪০

ভগীরথ মিশ্র, *ঐন্দ্রজালিক,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৭

ভিক্ষু শীলভদ্র, *থেরীগাথা,* মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০০৭

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *শশাঙ্ক, ধর্মপাল, করুণা,* অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাঃ), রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮৮

শওকত আলি, *প্রদোষে প্রাকৃতজন,* দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৬

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮

ব্যোমকেশ সমগ্র, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৩

শশধর দত্ত, *চীনের পুতুল*(চলচ্চিত্রে গৃহীত রহস্যোপন্যাস), পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৩৬৫

শাহ্‌যাদ ফিরদাউস, *অঙ্গুলিমাল,* খোয়াবনামা, ২০১৪

শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, *কাহ্নু,* সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৩

সত্যজিৎ রায়, *ফেলুদা সমগ্র,* ১ খণ্ড, আনন্দ, ২০১৪

সত্যেন সেন, বদিউর রহমান (সম্পাঃ), *সত্যেন সেন রচনাবলি,* ৩য় খণ্ড, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ঢাকা, ২০১৪

সত্যেন সেন রচনাবলি, ৪ র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ঢাকা, ২০১৪

সমরেশ মজুমদার, *শরণাগত,* আনন্দ, কলকাতা, ২০১৪,

সন্মাত্রানন্দ, *নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা,* অতীশ দীপঙ্করের পৃথিবী, ধানসিড়ি, কলকাতা, ২০১৭

সেলিনা হোসেন, *নীল ময়ূরের যৌবন,* নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০৯

গল্পসংগ্রহ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৩

সৌমিত্র বিশ্বাস, *হেরুক,* আনন্দ নভেলা, আনন্দ, ২০১০

স্বপনকুমার, *ড্রাগন সমগ্র,* ২য় খণ্ড, শ্রীমতী নির্মলা আগরওয়ালা, কলকাতা, ২০০৪

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *কাঞ্চনমালা,* প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩২২

বেণের মেয়ে, গুরুদাস চ্যাটার্জ্জী এণ্ড সন্স, কলকাতা, ১৩২৬

হরিদাস পালিত, *চান্দেলী,* ঐতিহাসিক কাহিনী, প্রথম খণ্ড, গৃহস্থ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৩২২

হেমেন্দ্রকুমার রায়, গীতা দত্ত (সম্পাঃ), রচনাবলী, ১৯ খণ্ড, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ২০১০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,*নালক,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮

অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব,* প্রথম সংস্করণ ২০০৬, কলকাতা, প্রতিভাস, ১৯৮৯

জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর, কলকাতা, পার্ল পাবলিশার্স, ১৯৯৭

অমর দত্ত, *উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলাদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদ,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২য় সং, ২০০১

অমূল্যচন্দ্র সেন, *বুদ্ধকথা,* মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০১

অবন্তী সান্যাল (সম্পাঃ) *হাজার বছরের প্রেমের কবিতা,* খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী, নূতনসাহিত্য ভবন, কলকাতা, ১৩৬৬

অলকা চট্টোপাধ্যায়, *অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান,* অনুষ্টুপ, ২০১৮

চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১০

অরিন্দম চক্রবর্তী, *মননের মধু,* গাঙচিল, ২০১৪

আশা দাশ, *বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ,* মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৩

আশাপূর্ণা দেবী, *আর এক আশাপূর্ণা,* মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৭

আশীষ লাহিড়ী, *রবীন্দ্রনাথঃ মানুষের ধর্ম,* মানুষের বিজ্ঞান, অবভাস, কলকাতা, ২০১৩

ভদ্রলোকি যুক্তিবাদের দক্ষিণাবর্ত, ঋতাক্ষর, কলকাতা, ২০১৫

ভগবানের লেত্তি, ঈশ্বর না-ঈশ্বর বিজ্ঞান সমাজ, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৯

ঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক* (খণ্ড ১), ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪১৯, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, সাল ১৩২৩

জাতক (খণ্ড ২), ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪১৯, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, সাল ১৩২৩

জাতক (খণ্ড ৩), চতুর্থ মুদ্রণ ১৪১৪, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, সাল ১৩৩২

জাতক (খণ্ড ৪), চতুর্থ মুদ্রণ ১৪১১, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, সাল ১৩৩৪

জাতক (খণ্ড ৫), পঞ্চম মুদ্রণ ১৪১৪, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, সাল ১৩৩৪

জাতক (খণ্ড ৬), ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪১৯, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, সাল ১৩৩৭

ওয়াংচুক দোরজি নেগি, *ধম্মপদ,* বাংলা অনুবাদ রামকৃষ্ণ দাস, পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা, ১৪১৯

কৃষ্ণকুমার মিত্র, *বুদ্ধচরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ,* কলকাতা, ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, ১৮০৪ শক

কেশবচন্দ্র সেন, *সাহিত্যসাধক চরিতমালা,* (সম্পা.) যোগেশচন্দ্র বাগল, ৯ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৪, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৬৫

কৃষ্ণবিহারী সেন, *বুদ্ধচরিত,* নব বিধান পাবলিকেশন কমিটি, 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির', কলকাতা

কল্যাণীশঙ্কর ঘটক, *অবদানসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ,* কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৫

ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস,* ৪র্থ খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৮

গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ ও অন্যান্য,* বিদ্যা, কলকাতা, ২০১১

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *চর্যাগীতির ভূমিকা,* কলকাতা ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০১৫

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, ডি এম লাইব্রেরী, ১৩৬৭

জিতেন্দ্রনাথ মোহান্তি, *আত্ম এবং অপর,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নয়া দিল্লি, ২০১৮

জীবেন্দ্র সিংহ রায়, *কল্লোলের কাল,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬০,

জীবনানন্দ দাশ, *মহাপৃথিবী,* সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৯৪৪

শ্রেষ্ঠ কবিতা, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ২০১১

দেবীপদ ভট্টাচার্য, *বাংলা চরিত সাহিত্য ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮২

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শন,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১২

লোকায়ত দর্শন, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪১৬

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি ইত্যদি অগ্রন্থিত রচনা, সম্পা. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২, কলকাতা ৮৪, অবভাস, ২০১০

দীনেশচন্দ্র সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ), *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,* ১ম এবং ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০২

বৃহৎ বঙ্গ, ১ম এবং ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, *পালিসাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান রসবাহিনী এবং অন্যান্য গ্রন্থ,* বাংলা একাডেমী ঢাকা, ঢাকা, ২০০৭

ধর্মানন্দ কোসাম্বী, *ভগবান বুদ্ধ,* সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০১২

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ,* পাভলভ, ইন্সটিটিউট, কলকাতা, ২০১০

নবারুণ ভট্টাচার্য, *মহাযানের আয়না,* ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০

নবীনচন্দ্র সেন, সম্পা. সজনীকান্ত দাস আমার জীবন, দ্র. *নবীনচন্দ্র রচনাবলী,* চতুর্থভাগের শেষাংশ ও পঞ্চম ভাগ,বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৬৬

অমিতাভ, সান্যাল এন্ড কোম্পানী, কলকাতা

নরহরি কবিরাজ (সম্পা.), *উনিশশতকের বাঙলার জাগরণ তর্ক ও বিতর্ক,* দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৭, কলকাতা, কে.পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৮৪

নির্মল দাশ, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭

নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব),* ষষ্ঠ সংস্করণ ১৪১৪, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩৫৬

পথিক বসু, *বিচ্ছিন্নতার মনোদর্শন,* প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৩

পম্পা মজুমদার, *রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস,* জিজ্ঞাসা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭২

প্রবোধ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বুদ্ধবাণী,* কে.পি. মুখার্জি এণ্ড কোং, ১৩১৬

প্রবোধচন্দ্র বাগচী– *বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য,* দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪০৪, কলকাতা – ১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ ১৩৫৯

প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রী– *চর্যাগীতিকোষবৃত্তি,* কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৫৬

প্রবোধচন্দ্র সেন, *ধম্মপদ-পরিচয়,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৪

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রবন্ধঃ *বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা,* বঙ্কিম রচনবলী, যোগেশচন্দ্র বাগল, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১৭

বদরুদ্দিন উমর, *ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০১৫

ধর্মরাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ম সং, ২০০০

বিজিতকুমার দত্ত, *বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪১৯

বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ এবং সম্পাঃ), *সাহিত্যদর্পণ,* পুস্তক, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ ৩০

বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি,* কলকাতা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৯

জনসভার সাহিত্য, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৩৬২

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, *বৌদ্ধদের দেবদেবী,* চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯

বিধুশেখর ভট্টাচার্য, *পালিপ্রকাশ,* পালিভাষার সুগম ব্যাকরণ, পাঠ্যাবলী ও শব্দকোষ, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৪

বি আর আম্বেদকর, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার (বঙ্গানুবাদ), *বুদ্ধ এবং তার ধম্ম,* আম্বেদকর গ্রন্থাগার, কলকাতা, ২০০৪

বীতশোক ভট্টাচার্য এবং সুবল সামন্ত(সম্পাঃ), *জাঁ-পল সার্ত্র,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৬

দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বী, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৮

বেলা ভট্টাচার্য(সম্পাঃ), *হরপ্রসাদ স্মরণে,* পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্য সাধক চরিতমালা,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা

ভগিনী নিবেদিতা, প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ও সৌমেন পাল (সম্পাঃ ও টীকা), *প্রসঙ্গ বৌদ্ধধর্ম,* সিগনেট প্রেস, ২০১৫

ভবতোষ দত্ত, *প্রবোধচন্দ্র সেন,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৭

ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী গবেষণা ও অন্যান্য প্রকাশন বিভাগ, শান্তিনিকেতন, ১৯৯৬

এম মতিউর রহমান, *বৌদ্ধ দর্শনঃ তত্ত্ব ও যুক্তি,* ১ম এবং ২ য় খণ্ড, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৩

মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়, *নাগার্জুনের দর্শন-পরিক্রমা,* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০১৫

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রবন্ধঃ বাংলা শিশুসাহিত্যের অদৃশ্য মানুষ, আত্মহত্যার অধিকার এবং অন্যান্য সনদ,* প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১২

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, *উপন্যাসে অতীত ইতিহাস ও কল্প ইতিহাস* , কলকাতা, থীমা প্রকাশনী, ২০০৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাঃ রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য, *রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম-ষোড়শ খণ্ড,* পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০০১

জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ৩য় সং, ১৩৬৬

সভ্যতার সংকট, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৩৫১

রক্তকরবী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৫

চোখের বালি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৫

নটীর পূজা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১১

সাহিত্যের পথে, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৭

কালান্তর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৬

ধম্মপদং (প্রবন্ধ), *প্রবন্ধ সংগ্রহ, প্রাচীন সাহিত্য,* বিশ্বভারতী গ্রন্থণাবিভাগ, কলকাতা, ১৩১৪

সুজিতকুমার বসু এবং অন্যান্য(সম্পাঃ), *রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতি,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৫

বিসর্জন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৯

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৬

রত্না সিন্‌হা, *প্রবোধচন্দ্র বাগচী,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (অনূদিত), *অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৭

রণব্রত সেন (সম্পাঃ), *শ্রীমদ্ভাগত,* হরফ, কলকাতা, ১৯৯৮

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *ভারতবিদ্যা ও মার্কসবাদ, রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও দামোদর কোসম্বী,* উথক প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪

রামশরণ শর্মা, *প্রাচীন ভারতে বস্তুগত সংস্কৃতি ও সমাজ গঠন,* অরিয়েন্ট লংম্যান, হায়দ্রাবাদ, ১৯৯৮

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস,* অখণ্ড তৃতীয় সং, দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০০৮

বুদ্ধ, বুক কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা, পৃ২

রাজশেখর বসু, *বাল্মীকি রামায়ণ(সারানুবাদ),* এম সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, ১৪২০

রামদাস সেন, *Buddhdeva-His Life & Teachings,* Published by Hara Lal Ray, বহরমপুর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন, *দর্শন দিগ্‌দর্শন,* চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮

বৌদ্ধ দর্শন, অনুবাদ মলয় চট্টোপাধ্যায়, চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮

মহামানব বুদ্ধ, অনুবাদ অভিজিৎ ভট্টাচার্য, চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৭

তিব্বতে সওয়া বছর, অনুবাদ মলয় চট্টোপাধ্যায়, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪১৫

সিংহ সেনাপতি, চিরায়ত প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরীন ভট্টাচার্য, *আনতোনিও গ্রামশি বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১৪

শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর, *বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা,* মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, দেবীপদ ভট্টাচার্য, গোপালচন্দ্র রায় (সম্পাঃ), *শরৎ রচনাবলী,* জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ,

শরৎ সমিতি, কলকাতা, ১৩৮২, পৃ ১০৩

শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* সম্পা. বারিদবরণ ঘোষ, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯০৪

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বুদ্ধচরিত,* কলকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৩০৮

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাঃ), *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ, ধর্মচিন্তা, রবীন্দ্ররচনা-সংকলন,* গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস ভাবনা, বাউলমন প্রকাশন, কলকাতা, ২০০২

শিল্পচিন্তা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৬

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩

দর্শনচিন্তা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১

বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, *বুদ্ধদেব,* বসুপ্রেস কলকাতা, ১৩১২

সরলা দেবী চৌধুরানী, *জীবনের ঝরাপাতা,* প্রথম রূপা সংস্করণ, ডি মেহ্‌রা রূপা এন্ড কোম্পানী, ১৯৫০

সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, *শাক্যমুনিচরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব,* নববিধান পাবলিকেশন কমিটি, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির, ৪র্থ সং, ১৮৮১

সিদ্ধার্থ গুহ রায়, *আধুনিক পূর্ব এশিয়া, চীন জাপানের ইতিহাস,* প্রগতিশীল পাবলিশার্স, পশ্চিমবঙ্গ, ২০১২

সুব্রত সিন্‌হা, *আধুনিকতার কাব্যতত্ত্ব ও সুধীন্দ্রনাথা দত্ত,* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০২০

সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (৩য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৫০

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৫০

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৫ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৫

সুধাংশু বিমল বড়ুয়া, *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৯৫

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *কাকাবাবু সমগ্র,* ৩য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫

সুচিত্রা ভট্টাচার্য, *মিতিনমাসি সমগ্র,* ঝাও ঝিয়েন হতা রহস্য, ১ খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৩

স্যগুরসাহেবের পুঁথি, ২ খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৩

সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত,* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৬০

সুমিতা চক্রবর্তী, *আমার রবীন্দ্রনাথ গ্রহণে বর্জনে,* দ্র. *বাংলা ভাষার বৌদ্ধ সাহিত্য, বৌদ্ধ দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ,* রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১০

স্বামী বিবেকানন্দ, *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,* উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১৩০৯

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ,* প্রথম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩৩৬

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পাঃ), *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৯

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, সম্পা. সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সুমিত্রা ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮০

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮১

হর*প্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮০

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেবের 'নাস্তিকতা', কারিগর, কলকাতা, ২০১৭

পত্রপত্রিকা

আব্দুল কাফি, প্রবন্ধ- স্মৃতি, পরিচিতি আর সময়ের স্বাদ, ২ জুন, ২০১৮, *দেশ পত্রিকা*

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, করুণাঘন, বৈশাখ, ১৩৬৪, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, *বসুধারা পত্রিকা*

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশনালিজম': নামের ভুল, বোঝার ভুল, *সংভরণ,* বিশেষ সংখ্যা, ২০১৯, পৃ ৫২-৫৪

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ৩-৪, পত্রিকাধ্যক্ষ পুলীনবিহারী সেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

কলকাতা পুরশ্রী, ২০ মে ২০১১, নবপর্যায় ১১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, সার্ধশতবর্ষ বিশেষ সংকলন

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, ষোড়শ সংখ্যা, পঁচিশ বৈশাখ ১৪২২, রবীন্দ্র-জন্মসার্ধশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এক্ষণ, দ্র: রবীন্দ্রনাথের ইতালি-সফর ও রম্যাঁ রলাঁ, অবন্তীকুমার সান্যাল, বেদ বিপ্লব কীর্তন জনগণ, বিনয় ঘোষ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৪৮, ত্রয়োদশ বর্ষ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং নির্মাল্য আচার্য (সম্পা)

সহায়ক ইংরাজি বই

Arnold, Edwin. *The Light of Asia*, London, 1979

Barry, Peter. *Beginning Theory, An Introduction to Literary and Cultural Theory*, Third Edition, Viva Books, New Delhi, 2017

Bhattacharya, Sabyasachi.(Compiled and edited), *The Mahatma and The Poet, Letters and Debates between Gandhi and Tagore 1915-1941, National Book Trust, India, 2015*

Bose, Mandakranta (ed.), *Faces of the Feminine in Ancient, medieval, and Modern India*, Oxford University Press, New York, 2000

Butler, Christopher. *Modernism*, Oxford University Press, NY, 2010

Carpenter, Amber D. *Indian Buddhist Philosophy*, Routledge, NY, 2014

Chattopadhyaya, Debiprasad, *Religion and Society*, Aakar, Bangalore, 1987, 2003

(ed.)Taranatha's *History Of Buddhism In India*, K P Bagchi & Company, Calcutta, 1980

Childs, Peter. *Modernism*, Routledge, London, 2000

Conze, Edward, *Buddhist Thought In India*, George Allen & Unwin, London, 1983

Curtin, Jeremiah. *The Mongols a History*, with a Foreword by Theodore Roosevelt, Little, Brown, and Company, Boston, 1908

Dasgupta, Shashibhusan, *Obscure Religious Cults*, Calcutta, Firma KLM Private Limited, 1995.

De, Sushil Kumar. *Bengal Literature in the Nineteenth Century (1757-1857)*, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1962

Durant, Will, *The History Of Philosophy*, Pocket Books, NY, 2006

Devi, Suniti – *The Life of Princess Yasodhara*, London, E. Mathews & Marrot, 1929,

Dower, John W. *Patterns of a Race War (1986).in Yellow Peril! An Archive of Anti-Asian Fear*, John Kuo Wei Tchen and Dylan Yeats (eds), Verso, London, 2014

Dutt, Nalinaksha. *Early Monastic Buddhism*, Vol. I, Calcutta Oriental Book Agency, Calcutta. 1941

Aspects of Mahayana Buddhism And Its Relation to Hinayana, Luzac & Co. London, 1930

Early History of the Spread of Buddhism and the Buddhist Schools, Calcutta Oriental Series, No. 14. E. 8, Luzac & Co. London, 1925

Mahayana Buddhism, Forma KLM Private Limited, Calcutta, 1976

Frayling, Christopher. *The Yellow Peril: Dr. Fu Manchu & The Rise of Chinophobia*, Thames & Hudson, UK, 2014

Gandhi, Leela. *Postcolonial Theory*, Oxford University Press, India, 1998

Ghosh, Devleena. *Burma- Bengal crossings: Intercolonial Connections in Pre-Independence India*, Routledge, Asian Studies Review, 2016, Vol. 40

Gyory, Andrew. *Closing the Gate: Race, Politics, and the Chinese Exclusion Act*, Chapel Hill, University Of North Carolina Press. 1998

Hutcheon, Linda. *A Poetics of Postmodernism*, Routledge, London, 2004

Levine, George, *Realism, Ethics and Secularism*, Essays on Victorian Literature and Science, Cambridge University press, New York, 2008

Lukacs Georg, *The Historical Novel*, tr. by Hannah and Stanley Mitchell, boston, 1963

Lyman, Stanford M. *"The Yellow Peril" Mystique: Origins and Vicissitudes of a Racist Discourse*, Springer, International Journal of Politics, Culture, and Society, Vol.13, No.4, Summer 2000

Kalupahana, David J. *A History of Buddhist Philosophy*, Motilal Banarasidass Publishers Pvt Ltd. Delhi, 2006

Kellner, Douglas. *Critical Theory, Marxism and Modernity*, Polity Press, UK, 1989

Marchetti, Gina. *Romance and the "Yellow Peril": Race, Sex, and Discursive Strangles in Hollywood Fiction*, University of California Press, London, 1993

Marshall, Alex. *The Russian General Staff and Asia, 1800-1917*, (chapter: China, Europe and the 'Yellow Peril') Routledge, 2006

Matilal, Bimal Krishna. Jonardon Ganeri (ed.), *Mind, Language and World*, Oxford University Press, New Delhi, 2002

Perception, Clarendon Press, Oxford, 1985

Buddhist Logic and Epistemology, D. Reidel Publishing Company, Holand, 1986

Ganeri, Jonardon(ed.), *Epistomology, Logic and Grammar in Indian Philosophical Analysis*, Oxford University Press, 2005

Logic, Language and Reality, Motilal Banarasidass Publishers Pvt Ltd. Delhi, 2nd ed. 1990

Marx-Engels on Religion, selection of works, Published by the Comintern (SH), arranged by Wolfgang Eggers, 2015

Meszaros Istavan, *Marx's theory of Alienation*, Aakar, 2013

Mitra, Rajendralal, *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1882

Bodhgaya, The Hermitage of Sakya Muni, Calcutta, Govt. of Bengal, 1878

An Introduction to the Lalita Vistara or Memoirs of the Ealry Life Of Sakya Buddha (1877), Calcutta, Baptist Mission Press, 1877

Lalita Vistara or Memoirs of the Ealry Life Of Sakya Sinha (1877), Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1886

Nayak, J.K. & P. Bhaumik(eds.) *Memories, images, imagination: An anthology of Bangla and Oriya writings on colonial Burma*, Calcutta, Department of Comparative Literature, Jadavpur University

Needham J, *Science and Civilisation in China*, Vol. II

Odijie, Michael. *The Fear of 'yellow Peril' and the emergence of European Federalist Movement*, The International History Review, 2018, Vol. 40

Oldenberg, H. *Buddha: His life, His Doctrine, His order*, Calcutta, William and Norgate, 1882

Propp, V. *Morphology of the Folktale*, University of Texas Press, Austin, 2009

Ranciere, Jacques. *Mute Speech*, Columbia University Press, NY, 2011

Rimmon-Kenan, Shlomith. *Narrative Fiction*, Routledge, London, 2nd ed. 2005

Sampson, Robert. *Yesterday's faces: A Study of Series Characters In The Early Pulp Magazines*, vol 3, Bowling Green State University, USA, 1987

Sankrityayan, Rahul and others, *Buddhism: The Marxist Approach*, People's Publishing House, New Delhi, 1970

Sarangi, J. (1918, 2010), *Rangoon song*, J.K. Nayak & P. Bhaumik(eds.) *Memories, images, imagination: An anthology of Bangla and Oriya writings on colonial Burma, Department of Comparative Literature*, Jadavpur University. Calcutta

Sartre, Jean-Paul, *What is Literature*, Routledge, 2nd edition, 2001

Singh, Amar. *The Heart of Buddhist Philosophy-Dinnaga ana Dharmakirti*, Munshiram Manoharlal Publishers private Limited, Delhi, 1984

Suzuki, D.T. *Outlines of Mahayana Buddhism*, Luzac, London, first publication 1907, Schocken edition, 1963

Stcherbatsky, Th. *Central Conception of Buddhism*, Matilal, Banarasidas, Madras, 1988

Storey, John. *Cultural Theory and Popular Culture*, Pearson Longman, Fifth Ed.

Tagore, Rabindranath, *The English Writings of Rabindranath Tagore*. Volume I, II, III, IV Ed. Sisir Kumar Das, Sahitya Akademi, 2012

Tchen, John Kuo Wei. and Dylan Yeats (eds), *Yellow Peril! An Archive of Anti-Asian Fear*, Verso, London, 2014

Thapar, Romila. *Early India*, Penguin Books, India, 2015

Asoka and the Decline of the Mauriyas, Oxford India Paperbacks, Delhi, 1998

The Past as Present, Aleph, Delhi, 2014

Tharu Susie and K. Lalitha, *Women Writing in India*, vol. I, II, Oxford University Press, New Delhi, 1995

Tipton, Frank B. *A History of Modern Germany Since 1815*, Continuum, London 2003

Tuteja, K. L. and Chakraborty, Kaustav, *Tagore and Naationalism*, Springer, 2017

Wiliams Raymond, *Marxism and Literature*, Oxford University Press, 2016

Zecker, Robert M. *Race and America's Immigrant Press; How the Slovaks were Taught to Think Like White people*, the Continuum International Publishing Group, 2011

অন্তর্জাল সূত্র

https://www.bbc.co.uk/religion/religions/buddhism/subdivisions/tibetan_1.shtml

Forman, Ross G. "Peking Plots: Fictionalizing the Boxer Rebellion of 1900."Victorian Literature and Culture, vol. 27, no. 1, 1999, JSTOR, www.jstor.org/stable/25058437. Accessed 18 Mar. 2020, Page No 19–48

Michael Niemann, The Politics of Crime Fiction is Seeking Resolution in Fiction an Inherently Conservative Choice?, Coffeetown Press, May 31, 2018, https://crimereads.com/the-politics-of-crime-fiction/

মুনমুন দাশগুপ্ত, *নারীর অধিকার রক্ষায় অগ্রণী তিনি*

(https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/anurupa-devi-was-the-pioneer-of-protecting-women-rights-1.1057551)

http://www.amarboi.com/2015/06/prodoshe-prakreetojon-showkat-ali.html

Benjamin Welton, The Yellow Peril: Asian Invasion in the Racist Literature of Yesteryear, Article, The Airship, Surveying Literature, Art & Culture.

Lee, Gregory. Chinese Migrants and The “Inundation” Metaphor: risk. Representation, Repression: Constructing and Manipulating Fear of the Chinese other. EastAsiaNet Workshop “Framing Risk: Hazard Perception as a Crucial Factor in Imagining East Asia”, Jun 2007, Lund, Sweden, halshs-00188544

Johnson, John. *How Los Angeles Covered Up the Massacre of 17 Chinese*, LA Weekly. 10 march, 2011. Retrieved 18 March 2020.

Selth, Andrew. *Colonial-era Pulp Fiction portrays ‘Technicolor’ Myanmar*, article, NIKKEI, Asian Review, July 11, 2016

Ranciere, Jacques. *The Politics of Literature*, University of Wisconsin Press, SubStance, issue 103 (Vol. 33, No. 1), 2004, pp. 10-24 (Article). DOI: 10.1353/sub.2004.0012

বিচিত্রা: বৈদ্যুতিন রবীন্দ্র-রচনাসম্ভার, http://bichitra.jdvu.ac.in/

অপ্রকাশিত

বীথিকা সাহানা, উনিশ-বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে বুদ্ধজীবন ও বৌদ্ধযুগঃ ইতিহাস, রাজনীতি, মতাদর্শ, তত্ত্বাবধায়ক আব্দুল কাফি, এম ফিল গবেষণা সন্দর্ভ (অপ্রকাশিত)

Satyabati Giri 08.07.2021

Bithika Sahana 08-07-2021